৭.৩ সাদামাটি কোয়ারি

জেলা	কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
নেত্রকোনা	১০	২২২.২৬
ময়মনসিংহ	০৪	৪৫.৮৩
শেরপুর	০২	৪২.১৪
সর্বমোট	১৬	৩১০.২৩

৮. ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অর্জন

(১) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত রাজস্ব আয় এবং সরেজমিন পরিদর্শন কার্যক্রম শতভাগের অধিক এবং ইজারা প্রদান কার্যক্রম প্রায় শতভাগ অর্জন;

(২) বিএমডিকে একটি গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রথমবারের মতো বিএমডি'র ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন;

(৩) ১৯৬২ সালে ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হলেও এর নিজস্ব কোন কার্যালয় ছিলনা। এ অর্থবছরে ভূতত্ত্ব ভবনের নবনির্মিত এক্সটেনশন বিল্ডিংয়ের ৭ম তলায় বিএমডি'র নিজস্ব দাপ্তরিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে;

(৪) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬২.০০১০ কোটি (বাষট্টি কোটি দশ হাজার) টাকা। আয় হয়েছে ১০৩.৪২ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৪১.৪২ (একচল্লিশ কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা বেশি;

(৫) খনিজ সম্পদের অবৈধ উত্তোলন/আহরণ বন্ধে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে অভিযান পরিচালনা করে অবৈধভাবে উত্তোলিত সিলিকা বালু ও পাথর জব্দ এবং জব্দকৃত সিলিকা বালু ও পাথর উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করে বিক্রিত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। অবৈধভাবে খনিজ সম্পদ উত্তোলন/আহরণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

(৬) সেবাগ্রহীতা ও দর্শনার্থীদের সেবা প্রদানের জন্য ''হেল্প ডেস্ক'' স্থাপন করা হয়েছে;

(৭) দপ্তরে আগত সেবাগ্রহীতা ও দর্শনার্থীদের জন্য অপেক্ষাগার স্থাপন ও সুপেয় পানি পানের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে;

(৮) দাপ্তরিক নিরাপত্তা জোরদারকরণে দপ্তরে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ সুবিধা নিশ্চিতকল্পে দপ্তরে ইন্টারকম স্থাপন করা হয়েছে;

(৯) দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মচারীদের যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ডিজিটাল হাজিরা চালু করা হয়েছে;

(১০) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে চতুর্থ শ্রেণীর ৫টি পদে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে; এবং

(১১) দাপ্তরিক কার্যক্রমে ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে।

৯. বিগত ০৩ (তিন) বছরের আয় ও ব্যয়ের চিত্র (কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	দাপ্তরিক ব্যয়
২০১৫-১৬	৪৮.৫০	০.৪৫
২০১৬-১৭	৩৫.৪১	০.৭১
২০১৭-১৮	১০৩.৪২	১.৭৫
মোট	১৮৭.৩৩	২.৯২

সমাপ্ত

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সপ্তাহ-২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.bomd.gov.bd অথবা বিএমডি.বাংলা
www.facebook.com/emrdbmd

১. পরিচিতি

খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন একটি দপ্তর। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীনে বিএমডি প্রতিষ্ঠিত হয়। খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন) এবং উক্ত আইনের ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো সারা দেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করে থাকে।

২. প্রধান কার্যাবলি

(ক) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সমৃদ্ধ এলাকার রেকর্ড সংরক্ষণ;
(খ) লাইসেন্স/ইজারার আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষণ;
(গ) আগ্রহী প্রার্থীর অনুকূলে লাইসেন্স/ইজারা মঞ্জুর;
(ঘ) মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স/ইজারার রেকর্ড সংরক্ষণ;
(ঙ) খনি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লাইসেন্স/ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বিধিবিধান প্রতিপালন সম্পর্কে তদন্ত;
(চ) বিধিবিধান অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ছ) খনিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন, সংশোধন ও পরামর্শ প্রদান;
(জ) খনিজের রয়্যালটি ও অন্যান্য রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।

৩. দেশে আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদসমূহ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত)

১. কয়লা
২. পিট
৩. কঠিন শিলা
৪. সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর
৫. সিলিকা বালু
৬. সাদামাটি
৭. খনিজ বালু
৮. চুনাপাথর

৪. খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ জেলাসমূহ

১. সিলেট
২. সুনামগঞ্জ
৩. মৌলভীবাজার
৪. হবিগঞ্জ
৫. পঞ্চগড়
৬. লালমনিরহাট
৭. নীলফামারী
৮. দিনাজপুর
৯. রংপুর
১০. জয়পুরহাট
১১. নেত্রকোনা
১২. ময়মনসিংহ
১৩. শেরপুর
১৪. কক্সবাজার
১৫. কুমিল্লা
১৬. বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

৫. কয়লাক্ষেত্র ৫ (পাঁচ) টি

কয়লাক্ষেত্রের নাম এবং অবস্থান	আবিষ্কারক প্রতিষ্ঠান ও আবিষ্কারের সন	গভীরতা (মিটার)	মজুদ (মিলিয়ন টন)
বড়পুকুরিয়া দিনাজপুর	জিএসবি ১৯৮৫	১১৭-৫০৬	৩৮৯
দিঘীপাড়া দিনাজপুর	জিএসবি ১৯৯৫	৩২৮-৪৫৫	১৫০+
খালাশপীর রংপুর	জিএসবি ১৯৮৯	২৯৭-৪৮২	৬৮৫
ফুলবাড়ী দিনাজপুর	বি.এইচ.পি মিনারেলস ১৯৯৭	১৫০-২৪০	৩৮৭
জামালগঞ্জ জয়পুরহাট	জিএসপি/জিএসবি ১৯৫৯	৬৪০-১১৫৮	১০৫৪

৬. কঠিন শিলা খনি ০১ (এক) টি

মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

৭. গেজেটভুক্ত কোয়ারি এলাকার বিবরণ

৭.১ সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি

জেলা	কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
সিলেট	০৮	৯১৪.৯৩
সুনামগঞ্জ	০২	৩০৩.৩১
পঞ্চগড়	১৯	৭১৬.৪০
লালমনিরহাট	১১	৩২.০২
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	১০	-
সর্বমোট	৫০	১৯৬৬.৬৬

৭.২ সিলিকা বালু কোয়ারি

জেলা	কোয়ারির সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
সিলেট	০৩	১০.৭৬
মৌলভীবাজার	৫২	১১৪.১১
হবিগঞ্জ	২৩	২০৭.৪১
সর্বমোট	৭৮	৩৩২.২৮